সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২২৪
WEEKLY BOOKLET:224

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট সহজ বিবাহের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

- বিবাহ ব্যয়বহুল হওয়ার কারণ
- বর পক্ষের আর্থিক দাবী ঘুষ স্বরূপ
- দাওয়াতে এক রকম খাবার হওয়া উপকারী
- বিয়ের উপঢৌকনের মালিক কে?

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া বাংলাদেশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট উপস্থাপিত প্রশ্নাবলী ও এর উত্তর সম্বলিত।

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট সহজ বিবাহের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: **হে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই "**আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট সহজ বিবাহের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে বিবাহের সুন্নাত শরীয়াত অনুযায়ী আদায় করার ও শরীয়াত বিরোধী রীতিনীতি থেকে বিরত রেখে **তোমার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর চলার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তির ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে মাথায় অগ্নিপূজারীদের টুপি পরিধান করা দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলো, সে উত্তর দিলো: যখনই **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক আসতো আমি দরূদ শরীফ পাঠ করতাম না, এই গুনাহের ভয়াবহতায় আমার কাছ

থেকে মারিফাত ও ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

(সবয়ে সানাবিল, ৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিবাহ ব্যয়বহুল হওয়ার কারণ

প্রশ্ন: বর্তমানে বিবাহ অনেব ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে আর এতে নিত্য নতুন শরীয়াত বিরোধী পদ্ধতি যোগ হচ্ছে, অতএব আপনার নিকট আবেদন হলো: এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করুন।

উত্তর: বিবাহ একেবারেই ফ্রি ছিলো, কিন্তু এখন ব্যয়বহুল হয়ে গেছে। মনে রাখবেন! বিবাহে এক পয়সাও খরচ করা ওয়াজিব নয় যে, টাকা পয়সা না থাকলে তবে বিবাহ হবেনা। তবে মোহরানা ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার, ৪/২১৯) আর এরও সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো, দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা রূপা। (বাহারে শরীয়াত, ২/৬৪, ৭ম অংশ) যার মূল্য বাংলাদেশী কারেন্সি হিসাবে (২২ জুন ২০২০ইং) প্রায় দুই হাজার পাঁচশত (২৫০০) টাকা হবে, এরূপ বিবাহ যেনো একেবারে ফ্রিই। বিবাহের প্রথম রাত অতিবাহিত করে ওলীমা করা সুন্নাত (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৯১, ১৬তম অংশ) কিন্তু এর জন্য বিয়ের

হলরুম বুকিং করা জরুরী নয়। অনুরপভাবে বিবাহের জন্য বিয়ের হল বুকিং করা জরুরী নয়।

আমীরে আহলে সুন্নাতের বিবাহের ওলীমা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার বিবাহ (মেমন) মসজিদে (বুল্টন মার্কেট) হয়েছিলো আর আমার অনুরোধে মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান মুফতী ওয়াকারুদ্দীন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিবাহ পড়ানোর জন্য আগমন করেছিলেন। আমরা বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় থাকতাম আর নিচের তলায় আমাদের প্রতিবেশির ঘর বড় ছিলো, সেখানেই আমার ওলীমা হয়েছিলো। আমি বিবাহের সময় আমার ঘরকে বধুর মতো করে সাজায়নি তবে সম্ভবত দুই চারটি টিউব লাইট লাগিয়েছিলাম এবং টেপ রেকর্ডারে নাত শরীফ চালিয়ে দিয়েছিলাম। **আল্লাহ পাকের** রহমত ও দয়ায় আমাদের ঘরে শুরু থেকেই গানবাজনা কল্পনাতেও ছিলো না। মনে রাখবেন! বিবাহে লেনদেন ও স্বর্ণ কাপড় ইত্যাদি যেই ব্যাপারাদী হয়ে থাকে, তা আমার বিবাহেও হয়েছিলো এবং এটা জায়িযও। অনুরূপভাবে মোহরের পরিমাণ কমপক্ষে দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা রূপা আর সর্বোচ্চের কোন সীমা নির্ধারিত নেই অতএব যে যত বেশি মোহর দিবে জায়িয কিন্তু মোহর মধ্যম

মানের হওয়া উচিৎ যাতে বোঝা না হয়।

বৃদ্ধ পিতার ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত লাশ (শিক্ষণীয় ঘটনা)

বর্তমানে লোকেরা বিবাহে বাড়ির ডিমান্ড করে একে অপরকে পেরেশান করে থাকে, যার কারণে অনেক সময় ঘটনা আত্মহত্যা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেমনটি আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোষ্ট দেখলাম, যাতে এক বৃদ্ধ লোকের লাশ ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত ছিলো এবং সাথে কিছুটা এরূপ লিখা ছিলো: এই বৃদ্ধ লোকটি তার মেয়ে বিয়ে দিচ্ছিলো, বর পক্ষ কন্যাদানের পূর্বে বিভিন্ন ধরনের ডিমান্ড করছিলো যে, এটা দাও, ওটা দাও আর এই লোকটি ঋণ নিয়ে তাদের ডিমান্ড পূরণ করছিলো। কন্যাদানের দুইদিন পূর্বে বর এই দাবী করলো যে, যদি আমাকে অমুক কার (গাড়িটি) দেয়া হয় তবে বরযাত্রি নিয় আসবো, অন্যথায় আসবো না। এবার এই বেচারা বৃদ্ধ পিতা মেয়ের শশুরবাড়ির লোকদের বললো: আপনাদের ডিমান্ড পূরণ করতে করতে পূর্বেই আমার অনেক ঋণ হয়ে গেছে, অতএব এখন এমন করে আমাকে আর কষ্টে ফেলবেন না, কিন্তু বর মশাই নিজের দাবীর উপর অটল রইলো এবং বরযাত্রি যাওয়া বারণ করে দিলো। অবশেষে পরিণতি এটাই হলো, সেই বৃদ্ধ পিতা অতিষ্ট হয়ে আত্মহত্যা করে নিলো।

বর পক্ষের আর্থিক দাবী ঘুষ স্বরূপ

বরপক্ষের কনে পক্ষ থেকে আর্থিক দাবী করা ঘুষের একটি প্রকার আর হারাম। যদিও মেয়ের পিতা বেচারা নিজের সম্মান বাঁচাতে এবং নিজের মেয়ের বিবাহের জন্য বাধ্য হয়ে ডিমান্ড পূরণ করেও দেয়, কিন্তু দাবীকারী গুনাহগার হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১২/২৫৭) আমাদের এখানে বিবাহে বরপক্ষ থেকে দাবী করা সাধারন বিষয় হয়ে গেছে, কখনো কনেপক্ষ থেকে AC দাবী করা হয় আর কখনো বাড়ি কিনে দেয়ার দাবী করছে, অথচ থাকার জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করা ছেলের উপর ওয়াজিব। (তানভিরুল আবসার, ১/২৮৩-২৮৪) বর্তমানে কনেপক্ষ বেচারা বাধ্য হয়ে লক্ষ কোটি টাকার ফ্লাট দিচ্ছে, কেননা মেয়েদের বিয়ে তো দিতে হবে আর মেয়ে বেশি জন্ম হচ্ছে। আমাদের কুতিয়ানা মেমন সম্প্রদায়ে বরপক্ষ কনেপক্ষ থেকে বাড়ির দাবী করে না বরং ছেলে নিজেই বাড়ির ব্যবস্থা করে থাকে কিন্তু মেমন সম্প্রদায়ে কিছু এমনও রয়েছে, যাতে কনেপক্ষের বাড়ি দিতে হয়। এসব বিষয়ের ব্যাপারে বেচারা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো সোচ্চার থাকে, যেমনটি কিছুদিন পূর্বে আমার গরীবালয়ে (অর্থাৎ ঘরে) মেমন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত একটি বড় সামাজিক

প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন মেমন সম্প্রদায়ের বড় বড় লোক আগমন করেছিলো আর সেই বেচারারাও এই ব্যাপারে নিজেদের কষ্ট প্রকাশ করেছিলেন। আমি দেখেছি যে, বিবাহে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় আর কিছুদিনের মধ্যেই তালাক হয়ে যায় বা স্বামী স্ত্রী অথবা শাশুড়ী বউয়ের মাঝে বনিবনা হয়না আর কনে বাপের বাড়ি চলে যায়। **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের প্রতি দয়া করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৯১ পর্ব)

প্রশ্ন: অনেককে এরূপ বলতে দেখা যায়, মন্দ রীতিনীতি বিবাহকে খুবই কঠিন বানিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই প্রচলিত রীতিনীতিগুলো শেষ করার জন্য তারা কার্যকরিভাবে মাঠে নামেনা, এমনকি যদি তাদের পরিবারের কারো বিবাহ হয় তবে তারাও এই প্রচলিত রীতিনীতিতে লিপ্ত হতে দেখা যায়, এব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উত্তর: অনেক লোকের মধ্যে আগ্রহ আছে যেমন আমার রয়েছে আর আমি মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে এব্যাপারে আরয করতে থাকি, কিন্তু এখন আমার বংশে এরূপ হলে আমি কি করতে পারি? স্পষ্টতই বংশের সবাই

কথা মানবে এমনটি নয়। অনুরূপভাবে যারা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেতা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে অনেকে আসলেই দুঃখী হয়ে থাকে এবং তাদের মাঝে জাতীর প্রতি সহানুভুতি থাকে, কিন্তু তাদের ওখানেও যদি কোন অনুষ্ঠান হয় তবে যদি সে অসন্তুষ্ট হয় এবং পরিবারের মধ্যে বিদ্ধেষ হয় তবে তার কথা মান্য করা হয়না। মনে রাখবেন! যুবক সন্তানের সামনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এই বৃদ্ধ বেচারা কি করবে? যদি কোন মন্দ রীতিকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করে তবে এতেই বদনাম হবে, এভাবে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেতারা সমব্যথি হয়ে থাকে কিন্তু এই বেচারাদের কথা ঘরে চলে না। যদি কারো ছেলের বিবাহ করাতে হয় এবং সামাজের নেতা এটা চায় যে, একেবারে সাদাসিধে ভাবে হবে তখন ছেলেপক্ষ বলে যে, এই রীতিও পালন করা হবে আর ঐ রীতিও পালন করা হবে, এখন এই বেচারা কি করবে? যদি যুবতী মেয়ের বিয়ে না হয় তবে গুনাহের দরজা খুলবে অতঃপর অসংখ্য গুনাহ হবে তাই বেচারা সামাজের নেতা না চাইলেও এই রীতিনীতিতে ফেঁসে যায় এবং সমাজে তার বদনামও হয় যে, সে তো বলে এক আর করে আরেক। যে সংশোধনের কথা বলে তাকে হাসি ঠাট্টা করা ও সমালোচনা করা এটা মনে কষ্ট

দান মূলক পদ্ধতি। যে বেচারা মন্দ রীতিনীতি দূর করার কথা বলে, আমাদের তাকে উৎসাহ দেয়া উচিৎ এবং তার ব্যাপারে এই সুধারনা রাখা উচিৎ যে, সে মুসলমান অতএব শুধু মৌখিকভাবে নয় বরং অন্তর থেকেও বলে। যদি সমাজের নেতা তালাকের ব্যাপারে বলে যে, আজকাল তালাক অনেক বেশি হচ্ছে, এরূপ হওয়া উচিৎ নয়, তবে এখন যদি তার বংশের কারো তালাক হয়ে যায় তবে তাকে খারাপ বলা ঠিক নয়, কেননা অনেক সময় এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, বনিবনা হয়ইনা আর তালাক দেয়া জরুরী হয়ে যায়, তাই তাদের ওখানে তালাকও হয়ে যায় হয়তো।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৯১ পর্ব)

প্রশ্ন: বিবাহের পর যখন দোয়া করা হয়, তখন দূরে বসা লোকেরা আওয়াজ শুনে না এবং যারা কাছে বসে থাকে তারাও শোরগোলের কারণে শুনতে পায়না কিন্তু সবাই হাত উঠিয়ে থাকে, এমন অবস্থায় কি করা উচিৎ, দোয়া চাইবে নাকি চুপ থাকবে?

উত্তর: যদি কেউ দোয়া করছে তবে তার দোয়া শুনা ওয়াজিব নয়, নিজে নিজেও দোয়া করা যাবে। বিবাহের অনুষ্ঠানে তাদের জন্য দোয়া করা উচিৎ, যাদের বিবাহ হচ্ছে,

আল্লাহ পাক যেনো তাদের বিবাহকে সমৃদ্ধ করেন, তাদের ঘরকে আবাদ রাখেন। "বিবাহকে সমৃদ্ধ করা" এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের ঘরকে সমৃদ্ধ করা, তাদের ঘরে মনমালিন্য না হওয়া, ঝগড়া বিবাদ না হওয়া, শাশুড়ী বউয়ের মাঝে বিবাদ না হওয়া, কোন প্রকার হাঙ্গামা না হওয়া, তালাকের অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া বরং তারা যেনো তাকওয়া ও পরহেযগারীতার সহিত **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করে। আফসোস! এই বিষয়টি এখন আমাদের মাঝে নেই। কথা বড় বড় বলা হয় কিন্তু আমল কিছুই নেই, আচার আচরণের অনেক সমস্যা। বিবাহকে সমৃদ্ধ করার এটাই অর্থ আর যা এর উল্টো তা জনসাধারণের মাঝে এত প্রসিদ্ধ নয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৪২ পর্ব)

বাগদানে পাঁচ মণ মিষ্টি নিয়ে আসবেন!

প্রশ্ন: যদি কনেপক্ষ বরপক্ষকে বলে: "বাগদানে পাঁচ মণ মিষ্টি নিয়ে আসবেন" আর বরপক্ষের এই পরিমাণ আনা সম্ভব নয়, তবে তারা কি করবে? **(SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)**

উত্তর: কোথাও কোথাও এমন হয়, যেমনটি মেমন সোসাইটিতে খরচের কারণে কনেপক্ষ কঠিন সমস্যায় পড়ে

যায় আর অনেক সোসাইটিতে বরপক্ষ সমস্যায় পড়ে। যাইহোক মিষ্টি না তো পাঁচ মণ দাবী করবে আর পাঁচ কেজি, কেননা প্রদানকারী এই কারণেই দেয় যে, যদি না দিই তবে বিয়ে হবেনা বা তারা আমাদের মেয়েকে বা ছেলেকে কষ্ট দিবে অথবা তাদের লজ্জা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, কেননা না দেয়া অবস্থায় তারা আমাদের কৃপণ বলবে, বিভিন্ন কথা বলবে এবং সত্য মিথ্যা মিলিয়ে আমরা হাসির পাত্র হবো। মনে রাখবেন! এই কারণে মিষ্টি বা যেকোন কিছু দেয়া ঘুষ হিসাবে গন্য হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১২/২৫৮) আর গ্রহণকারী গুনাহগার হবে, প্রদানকারী যেহেতু অনিষ্ট বা খারাপ কাজ থেকে বাঁচা কিংবা নিজের সম্মানের নিরাপত্তার জন্য দিচ্ছে তার জন্য এতে গুনাহগার হওয়ার হুকুম হবে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৭/৩০০। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৯৫ পর্ব)

বিবাহের অনুষ্ঠানে দেরীর কারণ ও এর সমাধান

প্রশ্ন: বিবাহের কার্ডে খাওয়ার যে সময় লিখা থাকে, সেই সময় অনুযায়ী খাবার খাওয়ানো হয়না, তবে কি সময় লিখা মিথ্যা বলে পরিগণিত হবেনা?

উত্তর: মানুষই না এলে তবে খাবার কাকে খাওয়াবে? সাধারনত মানুষ সময়মতো আসেনা, যার কারণে খাবার দেরী

হয়ে যায়। মানুষের এরূপ মানসিকতা হয়ে গেছে যে, যদি কার্ডে ১০টায় লিখা থাকে তবে ১১টার পূর্বে শুরু হবে না অতএব যদি আমরা লিখিত সময় হিসাবে যাই তবে অনেক্ষণ পর্যন্ত বিবাহের হল রুমে ফেঁসে থাকবো তাই এভাবে মানুষের দেরীতে আসার এরূপ অভ্যাস হয়ে গেছে, যা সংশোধন করা খুবই কঠিন।

সমাজের কর্তারা যদি নিজ নিজ কমিউনিটির লোকদের বুঝায় তবে হয়তো এর কোন সমাধান বের হয়ে আসবে, অন্যথায় শুধু আইন পাশ করাতে কিছুই হবে না, কেননা আইন শুধু লিখিত আকারেই এসে যাবে আর পরবর্তিতে জানাও যাবে না যে, আইন হয়েছিলো কিনা? বরং আইন প্রণেতা স্বয়ং তা ভুলে যাবে। উত্তম হলো, একটি কমিটি এই কাজের জন্য বানানো এবং তারা এই সকল ব্যাপার সমাধান করার চেষ্টা করবে, যেমন; যদি এই মাসে আমাদের সোসাইটিতে তিনটি বিবাহ রয়েছে, তবে এই কমিটি বর ও কনে পক্ষের সকলের কাছে যাবে এবং তাদেরকে নম্রভাবে এই বিষয়ে রাজি করবে যে, বর এতটায় এসে যাবে আর কনে পক্ষও কমিটিকে বলবে যে, আপনারা চিন্তা করবেন না, আমাদের খাবার বরপক্ষ আসার আগেই

বিবাহের হলে পৌঁছে যাবে এবং আমরা খাবারের জন্য অপেক্ষা করাবো না। অনুরূপভাবে যদি কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামনে চলে আসে তবে তাদের দেখাদেখি অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানও এমন কাজ করতে থাকবে আর এভাবে ব্যবস্থাপনায় কিছু না কিছু উন্নতি ঘটবে। শুধু কথা ও ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা বিতর্ক করা এবং জোরপূর্বক সহানুভূতি দেখানোতে কোন কিছুই হবেনা।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৯৫ পর্ব)

প্রশ্ন: আমাদের সমাজে এই রীতিও রয়েছে, হজ্জে গমনকারীদের নিকটাত্মীয়দের জন্য উপহারের ব্যবস্থা করতে হয়, এব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করুন।

উত্তর: অনেক বেচারা হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জে যেতে পারেনা, এই কারণেই যে, তাদের কাছে হজ্জের খরচাপাতি তো রয়েছে কিন্তু রীতি অনুযায়ী আত্মীয়দেরকে উপহার দেয়ার জন্য বেশি টাকা থাকেনা। যদি হজ্জের খরচ পাঁচ লাখ হয় তবে বলা যায়, তাদের পনের লাখ প্রয়োজন হবে, কেননা ননদকে এটা দিতে হবে, ঝা'কে ওটা দিতে হবে, মেয়েকে দিতে হবে তো পিতাকে এটা দিতে হবে। মা ও শাশুড়িকেও এটা ওটা উপহার দিতে হবে। এভাবে

এতগুলো রীতি এই অত্যাচারী সমাজে প্রচলিত রয়েছে যে, মানুষ এই ভয়ে হজ্জেও যেতে পারেনা, কেননা যদি হজ্জের জন্য যায় তবে রীতি অনুযায়ী আত্মীয় স্বজনদেরকে উপহার দিতে হবে, অন্যথায় অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং নানা কথা বলবে। স্পষ্টতই যেই ব্যক্তি উপহার দাবী করে সে ভালো লোক নয় এবং তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য যা কিছু তাদেরকে দেয়া হবে তা তাদের জন্য ঘুষ হবে। হজ্জে গমনকারীদের কাছ থেকে উপহার নেয়ার পরিবর্তে খুশি খুশি এরূপ বলা উচিৎ যে, আপনি হজ্জে গেলে তবে আমাকে কিছুই দিতে হবে না আর যদি দিতেই হয় তবে যমযম শরীফের পানি উপহার দিবেন। যদি যমযম শরীফের পানির বোতলও না দেন তবে আমাদের পক্ষ থেকে কোন অসন্তুষ্টি নেই। যদি প্রত্যেক আত্মীয় এভাবে বলে দেয় তবে উপহারের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণে হজ্জে গমনকারীর অন্তর থেকে দোয়া বের হবে।

মনে রাখবেন! যমযমের পানি চাওয়াকে কেউ ঘুষ বলবে না, এই কারণেই যে, এতে কোন কষ্টের ব্যাপারই নেই, কেননা এটা হলো পানি তবে আজওয়া খেজুর আনতে বললে তবে তা অনেক দামি হয়ে থাকে। হাজি দামি

জায়নামায, দামি তাসবীহ, আজওয়া খেজুর, স্যুট পিচ, চকলেটের প্যাকেট আর **আল্লাহ** জানে কি কি এনে থাকে, তো স্পষ্টতই এরূপ জিনিষ সাধারনত বান্দা বাহ বাহ করে নয় বরং "আহ! আহ!" করেই দিয়ে থাকে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫৪ পর্ব)

ইদ্দত শেষ হওয়াতে দাওয়াত করা

অনুরূপভাবে ইদ্দত শেষ হলে দাওয়াত করাকে জরুরী মনে করা যে, মামা বা অমুকের বাড়িতে প্রথমে দাওয়াত হবে, তো এরূপ পদ্ধতি লোকের নিজে নিজেই বানিয়ে নিয়েছে। তবে হ্যাঁ! এই সকল দাওয়াতকে জরুরী মনে না করে এবং মামা, ভাই, বোন ইত্যাদি খুশিমনে আত্মীদের সাথে উত্তর আচরন ও **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির নিয়্যতে দাওয়াত করে তবে তা উত্তম। এরূপ দাওয়াতও ইদ্দত শেষ হতেই জরুরী নয় বরং ইদ্দতের পর যখন ইচ্ছা করতে পারবে। যদি নাও করে তবুও সমস্যা নেই। নিজে নিজে এরূপ রীতি নীতি বানিয়ে নেয়া অতঃপর তা জরুরী মনে করা এটা ভুল, কেননা যতক্ষণ শরীয়াতের হুকুম হবে না কোন কিছুই জরুরী হবে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১/২৫৬। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: বর্তমানে দেখা যায়, বিবাহে যৌতুক নেয়ার জন্য অনেক প্রকার দাবী করা হয় এবং এতে কোনরূপ অনুশোচনাও হয়না বরং দুই হাত পূর্ণ করে যৌতুক নেয়া হয় আর এরূপ দাবী করা হয় যে, অমুক জিনিস বড় দিকে, অমুক কোম্পানির দিবে যদি এতে আরো টাকা দিতে হয় তবে আমরা দিয়ে দিবো ইত্যাদি, কিন্তু যখন হক মোহরের বিষয় আসে তখন এই লোকেরাই শরীয়াতকে আকঁড়ে ধরে যে, শরীয়াত যেনো হাত থেকে ছুটে না যায়। এব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করুন, তাছাড়া এটাও বলুন যে, শরয়ীভাবে মোহর কত হওয়া উচিৎ ও বর্তমান হিসাবে শরয়ী মোহর কত হয়?

উত্তর: মোহরের পরিমাণ কমপক্ষে দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা (৩০ গ্রাম ৬১৮ মিলিগ্রাম) রূপা বা এর মূল্য। (বাহারে শরীয়াত, ২/৬৪, ৭ম অংশ) বেশির কোন সীমা নির্ধারণ নেই, যত খুশি দেয়া যাবে। মেয়েকে যতটুকু উপঢৌকন দেয়ার বিষয় রয়েছে ততটুকু পিতামাতা উপঢৌকন হিসাবে নিজের মেয়েকে দিবে, তা দেয়া সুন্নাত, খাতুনে জান্নাত হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কেও উপঢৌকন দেয়া হয়েছিলো আর তা সবাই জানে। অনেক সামাজিক নেতা উপঢৌকনকে مَعَاذَ اللّٰہ অভিশাপ বলে থাকে, এটা সম্পূর্ণ ভুল। এই অবস্থায়

পিতামাতা তাদের ভয় থেকে বাঁচার জন্য এসব দিবে আর তাদের উপর বোঝা চাপবে এবং তাদের মনেও কষ্ট হবে অতএব এরূপ দাবী কখনোই করবে না। এভাবে চাওয়া নিজের জন্য চাওয়া হলো আর এটাও ভুল, কেননা তা হলো ভিক্ষা করা। প্রদানকারীরা এই কারণেই দিলো যে, যদি না দেয় তবে তারা আমাদের মেয়েকে বিদ্রুপ করবে যে, তোমার মা কি দিয়েছে? স্বামী, শাশুড়ী বা যার কারণেই এরূপ কিছু দেয়া হবে তা হবে ঘুষ।

দাওয়াতে এক রকম খাবার হওয়া উপকারী

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কাছে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) কিছু কিছু কমিউনিটির ব্যাপারে জানা গেছে, ঐ কমিউনিটির মধ্যে একের অধিক খাবার করা নিষেধ এবং এটাও নির্ধারিত যে, কোন ডিশ খাওয়াবে আর কিভাবে খাওয়াবে। এতে বুঝা যায় যে, যদি কমিউনিটি এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা লাগায় এবং কার্যকরও করে তবে অনেকাংশে সমস্যার সমাধান হতে পারে কিন্তু কথা হলো, যখন এই নিষেধাজ্ঞা লাগানো লোকদের যদি নিজের উপর এসে যায় তখন তাদের পরিবার সমস্যা সৃষ্টি করে দেয় আর

এই বেচারা সমস্যায় পড়ে যায়। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) আওকায়ী মেমনের বিবাহে সকল কমিউনিটিকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং খাবারে ডাল ভাতই হয়ে থাকে। তাদের ডাল ভাত আসলেই খুবই মজাদার হতো এবং সস্তায় হয়ে যেতো। এখন জানিনা কি অবস্থা হয়েছে, কেননা ধীরে ধীরে খারাপ দিকগুলো এসে যাচ্ছে, মানুষ জানিনা কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দিচ্ছে আর এর কারণে গরীব লোকেরা ফেঁসে যাচ্ছে, যেনো এই বিষয়গুলো তো জরুরী হয়ে গেছে অর্থাৎ খাবারে ১০০ ধরনের ডিশ না হলে তবে দূর্ণাম হয়ে যাবে আর কথা শুনতে হবে, অতএব তা থেকে বাঁচার জন্য বেচারা ঋণ নিবে, যদিও সূদী ঋণ হোক না কেন কিন্তু সে নিবে আর এসব করবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬৭ পর্ব)

প্রশ্ন: আজকাল মানুষ বিবাহে বর ও কনের উপর ফুল বর্ষন করে, এটা কি অপচয় নয়? **(নিগরানে শূরার প্রশ্ন)**

উত্তর: বিবাহে বর ও কনের উপর ফুল বর্ষন করাকে অপচয় বলবো না, কেননা এটা প্রচলিত নিয়ম। ফুলের মালা পরিধান করানোকে 'মাল্যদান' আর ফুল বর্ষণ করাকে 'ফুল বর্ষণ' বলা হয়, মাল্যদান ওলামায়ে কিরামদের উপর

অধিকহারে করা হয় আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه জুলুশে মিলাদেও হয়ে থাকে। বর ও কনের উপর ফুল বর্ষন করা শরয়ীভাবে নাজায়িয নয় এবং একে অপচয়ও বলা যাবে না, এই কারণে যে, ফুল বর্ষনে সুগন্ধি ছড়ায় ও পরিবেশে একটি আকর্ষন সৃষ্টি হয়ে থাকে, তো এভাবে এর কিছু না কিছু উপকার ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এখন মানুষ এটা মনে করে যে, ফুল বর্ষণ করাতে ফুল পায়ের নিচে আসবে, অথচ এই ফুল **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে, অতএব গোলাপ ফুলের বেআদবী হবে, এটা একটি সাধারণের ভাবনা। কিছু কিছু বর্ণনায় রয়েছে: গোলাপ ফুল **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু মুহাদ্দীসিনে কিরাম এরূপ বর্ণনা খন্ডন করেছেন আর অনেক ব্যাখ্যা করেছেন আর অধিকাংশ মুহাদ্দীসিনের মতে এই বর্ণনা বানোয়াট। (কাশফুল খফা, ১/২২৯, ৭৯৭নং হাদীসের পাদটিকা। আল মাকাসিদুল হাসানাতি, ১৩৮ পৃষ্ঠা, ২৬১নং হাদীসের পাদটিকা)

যদি এটা মেনেও নেয়া হয়, ফুল সৃষ্টির কারণ হলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাম, তবুও সম্ভবত এই ফুল বর্ষণ নাজায়িয হওয়ার কারণ হবে না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩৩ পর্ব)

প্রশ্ন: যদি বিবাহ ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানে ফুল বর্ষণ করার জন্য চারিদিকে বেপর্দা মেয়েরা জড়ো হয় তবে?

(নিগরানে শূরার প্রশ্ন)

উত্তর: নিশ্চয় বেপর্দাকে বাঁধা দিতে হবে। বিবাহে খাবারের দাওয়াত তো জায়িয, এবার যদি এতে নামুহরিম মহিলা ও পুরুষ একত্রে মিলেমিশে খাবার খায় ও অট্টহাসি দিয়ে হাসতে থাকে তবে একে কেইবা জায়িয বলবে? বিবাহে ফুল বর্ষণ করা ও খাবারের দাওয়াত করা জায়িয তবে যদি এতে কোন নাজায়িয আচরণ প্রবেশ করে তবে তাকে নাজায়িযই বলা হবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩৩ পর্ব)

বিয়ের উপঢৌকনের মালিক কে?

প্রশ্ন: বিয়ের উপঢৌকন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কার মালিকানা ভুক্ত হবে?

উত্তর: বিয়ের উপঢৌকন মহিলার মালিকানাভুক্ত হয়ে থাকে। (রদ্দুল মুহতার, ৫/৩০২) বিবাহের সময় মেয়েকে যা কিছু উপঢৌকন হিসাবে (অলঙ্কার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ইত্যাদি) পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন এবং বরপক্ষ থেকে দেয়া হয়, তা সবকিছু মেয়ের তথা কনের মালিকানায় হয়ে থাকে, কেননা বিয়ের উপঢৌকনের ব্যাপারে ফুকহাগণ প্রচলিত

রীতির (সমাজে যেমন রীতি রয়েছে, তার) উপর নির্ভর করেছে। ফিকাহের কিতাবে আরব ও অনারবের ব্যাপারে এটাই লিখা রয়েছে: উপঢৌকন ও বিবাহের সময় কনেকে উভয় পক্ষ থেকে অলঙ্কার ও পোশাক ইত্যাদি দেয়া হয়, তা কনেরই মালিকানা হয়ে থাকে, অতএব প্রচলিত রীতির উপর নির্ভর হবে। তাছাড়া তালাকের পরও এই সকল অলঙ্কার ইত্যাদি যা বরপক্ষ থেকে কনেকে দিয়েছিলো, তা সবই কনের মালিকানাভুক্ত হবে। পাক ভারত উপমহাদেশে এমনি রীতি যে, বিবাহের সময় কনেকে মালিক বানিয়ে অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়ে দেয়া হয়, ধার হিসাবে নয় (অর্থাৎ ফিরিয়ে নেয়ার নয়), তালাকের পর যদি কোন কমিউনিটিতে এটা প্রচলিত রীতি যে, বরপক্ষ তাদের অলঙ্কার ফিরিয়ে নিয়ে নেয় তবে এই প্রচলিত রীতির নির্ভর হবেনা। কনে যেসকল জিনিসের মালিক হয়ে গেছে, এতে কমিউনিটি (সম্প্রদায়) যদিও এই ফয়সালা করে যে, তালাকের পর তার থেকে এই মালিকানা কেড়ে নেয়া হবে, তবে এই রীতি শরীয়াত পরিপন্থি। তবে হ্যাঁ! যদি কোন কমিউনিটিতে এই রীতি প্রচলিত যে, দেয়ার সময় মালিক বানিয়ে দেয়না বরং ধার হিসাবে দেয় এবং কমিউনিটি ওয়ালারা এই রীতির সাক্ষী হয়

তবে এই রীতির উপর নির্ভর হবে এবং কনে মালিক হবেনা।

(ওয়ারুল ফতোয়া, ৩/২৫৬)

এমনকি যদি পিতা মেয়ের জন্য উপঢৌকন দিলো এবং তা মেয়েকে সমর্পণ করে দিলো অর্থাৎ মালিকানা হিসাবে দিয়ে দিলো তবে এখন পিতাও ফিরিয়ে নিতে পারবে না, যেমনটি দুররে মুখতারে রয়েছে: কোন ব্যক্তি নিজের মেয়েকে বিয়ের কিছু উপঢৌকন দিয়েছে এবং তা তাকে সমর্পণও করে দিয়েছে, এখন তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না আর না তার মৃত্যুর পর তার ত্যাজ্য সম্পদ ফিরিয়ে নিতে পারবে বরং তা বিশেষকরে মহিলার মালিকানা এবং এর উপরই ফতোয়া দেয়া হবে, তবে শর্ত হলো, সে এই বিয়ের উপঢৌকন সুস্থ অবস্থায় মেয়েকে সমর্পণ করেছিলো (অর্থাৎ মৃতুশয্যায় দেয়নি)।

(দুররে মুখতার, ৪/৩০৪)(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৭ পর্ব)

প্রশ্ন: স্ত্রী মারা গেলো তবে কি সকল উপঢৌকন স্বামী রেখে দিতে পারবে নাকি পারবে না?

উত্তর: স্ত্রী মারা গেলো, তখন স্বামী বা অন্য কেউ তার উপঢৌকন ইত্যাদির একা মালিক বা হকদার হতে পারেনা বরং ঐ সকল মালামাল যা মহিলার ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিলো, তার মৃত্যুর পর শরয়ী আইন অনুযায়ী ওয়ারিশদের

মধ্যে বন্টন হবে, যেমনটি আমার আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বিয়ের উপঢৌকন আমাদের শহরের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কনের বিশেষ মালিকানাভুক্ত হয়ে থাকে, যাতে স্বামীর কোন অধিকার নেই, তালাক হলে তবে সব নিয়ে যাবে আর মারা গেলে তবে তারই ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১২/২০৩)(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৭ পর্ব)

প্রশ্ন: অনেক জায়গায় এই রীতি রয়েছে, বিয়ের উপঢৌকনকে প্রদত্ত মালামালকে রীতিমতো সাজিয়ে মেহমানদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, অনেক জায়গায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ঘোষনাও করে থাকে যে, এই স্বর্ণের এত তোলা ওজন, এরূপ করা কেমন?

উত্তম: যৌতুক প্রকাশ করাতে কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞা তো নযরে আসেনি, তবে এতে নৈতিকতা ও সামাজিক অবক্ষয় অবশ্যই রয়েছে। সমাজে লোক দেখানোর আগ্রহ এমনভাবে সংক্রমিত হয়েছে যে, মসজিদে চাঁদা দেয়ার সময়ও আকাঙ্ক্ষা করা হয় যে, নাম নিয়ে দোয়া করা হোক, যাতে মানুষেরা জানে যে, জনাব মসজিদকে চাঁদা দিয়ে দয়া করেছে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১২ পর্ব)

প্রশ্ন: বর্তমানে অনেক জায়গায় বিয়ের উপঢৌকন প্রদর্শন করা হয়, মানুষকে বিয়ের উপঢৌকন দেখানোর রীতিমতো ব্যবস্থা করা হয়, এরূপ করাতে কি এতিম ও গরীব মেয়েদের মনেকষ্ট হবেনা?

উত্তর: বিয়ের উপঢৌকন প্রদর্শনকে মনে কষ্ট বলা যাবেনা। যদি এমন হয় তবে বিল্ডিং বানাও মনে কষ্টের কারণ হবে যে, ঝুপড়ীতে বসবাসকারীদের মনকষ্ট হবে বরং ঝুপড়ী বানানোও নিষেধ হয়ে যাবে যে, যারা ফুতপাথে পড়ে থাকে, যাদের নিকট ঝুপড়ীও নেই তাদের মন ভেঙ্গে যাবে, এভাবে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই থমকে যাবে, অতএব যদি কেউ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য মনতুষ্টি ও অন্যান্য ভালো নিয়্যত সহকারে ভালো উপঢৌকন য়েদয় বাহবা ও প্রসিদ্ধি উদ্দেশ্য না হয় এবং সে দু'চার লোককে বিয়ের উপঢৌকন দেখিয়েও দিলো তবে এতে কারো মনে কষ্ট পাওয়ার হুকুম লাগানো বুঝে আসছে না। তবে এ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩১ পর্ব)

প্রশ্ন: বোনকে বিয়ের উপঢৌকন হিসাবে কোন কিতাব দিবে?

উত্তর: سُبْحٰنَ الله! বোনকে বিয়ের উপঢৌকন হিসাবে তাফসীরে "সীরাতুল জিনান" এর ১০ খন্ড দিন। কুরআনে

করীমের তাফসীর ঘরে থাকলেই তো এর বরকত অর্জন করবে। এতে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কুরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমানও রয়েছে। যদি খরচ কম করতে চান তবে বাহারে শরীয়াত দেয়া যেতে পারে বা কুরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমান ও খাযায়িনুল ইরফান এক খন্ডেই রয়েছে, তা দেয়া যেতে পারে। ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ড এবং এর অন্যান্য অধ্যায় যেমন; গীবতকে তাবাকারিয়াঁ, নেকীর দাওয়াত এর পূর্ণ সেটও দেয়া যেতে পারে। যতগুলো কিতাব আমি আরয করেছি, এই সকল সেটও যৌতুক হিসাবে দেয়া যেতে পারে। মানুষ কোটি কোটি টাকা বিবাহে খরচ করে থাকে আর স্বর্ণের ভান্ডার লাগিয়ে দেয়, যদি নেকীর ভান্ডার লাগানোর উপায়ও কয়েক হাজার টাকা খরচ করে দিয়ে দেয়া হয় তবে মদীনা মদীনা। ঘরে দ্বীনি কিতাব থাকলেই তো কখনো কখনো কেউ তো খুলে দেখবে যে, এটি কি? আগামী প্রজন্ম দেখবে এটা কি? ঘরে অন্যান্য লোকেরা দেখবে যে, এটা কি? অতএব বিয়ের উপঢৌকন হিসাবে দ্বীনি কিতাব দেয়া উচিৎ। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩০ পর্ব)

প্রশ্ন: বিবাহে অনেকে দামী ও মূল্যবান পুস্পস্তবক উপহার দেয়, এটা কি ঠিক? (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

উত্তর: বিবাহের সময়ে যেই উল্টাপাল্টা বিভিন্ন ধরনের উপহার (Gifts) দেয়া হয়, তা কোন কাজের হয়না। যেমন; সাধারনত বিবাহে শোপিছ দেয়া হয় বা এমন মূল্যবান পুস্পস্তবক দেয়া হয় যাতে সাধারনত সুগন্ধি থাকে না, এরূপ পুস্পস্তবক দেয়া তো জায়িয, অনুরূপভাবে এরূপ শোপিছ দেয়াও জায়িয যাতে প্রাণির পুতুল থাকে না কিন্তু এরূপ জিনিসের উপকারীতা কম। এখন পুস্পস্তবক বান্দা করবেটা কি? যেমন; হাজী ওবাইদ রযাকে কেউ দামী পুস্পস্তবক এসে দিলো, এখন হাজী ওবাইদ রযা এটি দিয়ে কি করবে? جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا বলে রেখে নিয়ে অতঃপর কাউকে ধরিয়ে দিবে। যদি কিছু দিতেই হয়, এর স্থলে কোন দ্বীনি কিতাব দিয়ে দিতো। যদি কেউ পাগড়ী পরিধান করে তবে তাকে স্যুট ও পাগড়ী দিয়ে দিন, সুন্নাত অনুযায়ী পরিধান করতে থাকবে আর নামায পড়তে থাকবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনায় হাজারো দ্বীনি কিতাব রয়েছে, এর মধ্য থেকে যেকোন কিতাব তৌফিক অনুযায়ী কিনে উপহার স্বরূপ দিন। যদি বিবাহের গিফট হিসাবে কোন কিতাব দিতে চান তবে এতে লিখেও দিন যে, অমুকের বিবাহে উপহার বা শাদী মুবারক। যদি শাদী মুবারক ইত্যাদি লিখে কিতাব দেয়া হয়

তবে আশা করা যায় যে, তা স্মৃতি হিসাবে সামলে রাখবে আর পড়বে। যদি বর পূর্বে থেকেই দ্বীনি পরিবেশে থাকে তবুও কিতাব উপহার দিন, কেননা ঘরে কেউ পড়বে। মুসলমানের ঘরে দ্বীনি কিতাব গেলে তবে কোন প্রকার ক্ষতি তো হবেনা বরং اِنْ شَآءَ الله কিছু না কিছু উপকার তো অবশ্যই হবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩০ পর্ব)

বাগদান/ বিবাহে গীবতের ১৭টি উদাহরণ (১)

যখন কথাবার্তা পাকাপাকি করতে হয় তখন উভয়পক্ষ সুন্দর কথাবার্তার মাধ্যমে ব্যবস্থা করে নেয়, কিন্তু তখনও এবং পরবর্তিতে অধিকাংশ গীবতের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে, এর ১৭টি উদাহরণ লক্ষ্য করুন: ❖ মনুষ্যত্বহীন লোক ❖ ঘরে এসে দাওয়াত দেয়া উচিত ছিলো ❖ শুধুমাত্র খবর পাঠিয়ে দিয়েছে ❖ ফোনেই দাওয়াত সেরে নিয়েছে ❖ শাশুড়ি কাউকে দাওয়াতের জন্য পাঠালোও না ❖ আমরা তাদেরকে আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক লোক নিয়ে আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমাদেরকে অনেক কম লোক নিয়ে যাওয়ার দাওয়াত দিলো ❖ আমি দাওয়াতে গিয়েছিলাম, তবে

১. এই বিষয়বস্তু আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "গীবত কে তাবাকারিয়াঁ" থেকে নেয়া হয়েছে।

শশুর আমাকে বিশেষভাবে মেহমানদারি করেনি ❖ আমাকে এটাও বলেনি যে, "আরেকটু খাও" ❖ কনের পক্ষ থেকে অনেকদিন হয়ে গেলো কোন দাওয়াত দেয়নি, এটা কোন ধরনের রীতি! ❖ খুবই কৃপন! হাত দিয়ে পানি ঝরে না ❖ এক পাতিল খাবার পাঠিয়েছে শুধু, বড় ডেকসি আসা উচিৎ ছিলো ❖ শাশুড়ির মন খুবই ছোট ❖ আমের শুধুমাত্র একটি পেকেট পাঠিয়েছে আর ❖ আমও ছিলো পচা ❖ বড় ভাইয়ের জন্য ঘড়ি ❖ আপার জন্য স্যুট এবং ❖ আম্মার জন্য চাদর দেয়ার কথা ছিলো, কিন্তু সবকিছুই নিম্নমানের ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছু তো এমন গীবত, যাকে 'চোরের মায়ের বড় গলা' বললেও ভুল হবে না, কেননা প্রথমত যে সমস্ত জিনিসপত্রের আপত্তি করা হচ্ছে তাতে ঘুষের ভয়ানক আপদও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন, এরূপ দাবী করা যে, বরের ভাই ও পিতামাতাকে কনেপক্ষ অমুক অমুক জিনিস দিবে, তবেই আমরা আত্মীয়তা করবো তো এটা হলো "ঘুষ"। কনেপক্ষ যদি উপহার না দেয় তবে বরপক্ষ বিভিন্ন ধরনের কটাক্ষ করে থাকে। অতএব নিজের কন্যাকে শশুড় বাড়ির লোকদের কটাক্ষ্য থেকে বাঁচানোর জন্য আমের প্যাকেট এবং খাবারের পাতিল ইত্যাদি দিতে হয়। আমার আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন

رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "ঘুষ হলো তাই, যা কিছু কিছু সম্প্রদায়ের প্রচলিত রয়েছে যে, নিজের মেয়ে বা বোনের বিবাহ কারো সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে নিজের জন্য কিছু অর্জন করে নিবেনা, তাছাড়া ঘুষ হলো যে, কোন ব্যক্তি তার অধিনস্ত কন্যার বিবাহ দেয় কিন্তু নিজের জন্য কিছু না নিয়ে সে মেয়ে স্বামীকে সমর্পণ না করেনা।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১২/২৫৭) মনে রাখবেন! ঘুষ হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: اَلرَّاشِیُ وَالْمُرْتَشِیُ فِی النَّارِ অর্থাৎ ঘুষ দাতাও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী। (মু'জাম আওসাত, ১/৫৫০, হাদীস ২০২৬)

ঘুষ থেকে তাওবার পদ্ধতি

হে আশিকানে রাসূল! যারা ঘুষ নিয়েছে, কিন্তু এখন লজ্জিত তবে শুধু মৌখিক তাওবা করা যথেষ্ট নয়, তাওবার পাশাপাশি সমস্ত ঘুষ তাদরেকে ফিরিয়ে দিতে হবে, যাদের থেকে নেয়া হয়েছিলো, তারা না থাকলে তবে তাদের ওয়ারিশদেরকে দিবে, তাদেরকেও যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তবে ফকিরকে দিয়ে দিবে। ঘুষ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ডের ৪০২-৪১২ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

আখেরী নবী ﷺ এর বাণী:

যখন তোমার কাছে এমন ছেলের সম্পর্ক আসে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্র তোমার পছন্দ হয়, তবে তার সাথে (নিজের কন্যার) বিবাহ দাও। যদি এমন না করো তবে জমিনের মধ্যে ফিতনা ও লম্বা-চওড়া ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

(তিরমিযী, ২/৩৪৪, হাদীস: ১০৮৬)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: কন্যা সন্তানের জন্য দ্বীনদার, স্বভাব-চরিত্র ভাল এমন ছেলে পাওয়া গেলে তবে শুধুমাত্র সম্পদের চাহিদা ও লাখপতির অপেক্ষায় যুবতি কন্যার বিবাহে দেরী করো না। যদি সম্পদশালীর অপেক্ষায় কন্যা সন্তানের বিবাহ দেয়া না হয় তবে এদিকেতো অসংখ্য যুবতি কন্যা সন্তান থেকে যাবে আর অন্যদিকে অবিবাহিত অবস্থায় অসংখ্য যুবক ছেলে থেকে যাবে, যার কারণে অবৈধ কাজ সংঘটিত হবে আর কন্যা সন্তানের অভিভাবককে লজ্জিতও হতে হয়, এর ফলাফল এটাই হবে যে, পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে, হত্যাজজ হবে, যা আজ-কাল প্রকাশিত হচ্ছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৮)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net